তারাশঙ্করের সাহিত্যে সংগীত ও লোকসংস্কৃতি

সঞ্জয় ব্রহ্ম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সংগীতের ব্যবহার। এই সংগীত বা সংগীতের অংশবিশেষ বেশীর বাগই তার উপন্যাস এবং গল্পের প্লট অনুযায়ী লেখা। ঔপন্যাসিক তখন গীতিকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তারই সৃষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়ে গান গাইয়েছেন। এই গানগুলি তার রচনাকে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নাটকীয় মুহূর্ত্ত এবং পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করেছে। আর যেহেতু তারাশঙ্করের বেশীর ভাগ গল্প উপন্যাসের পটভূমি গ্রাম এবং গ্রামীণ সমাজ। তাই তার সাহিত্যে লোকসংগীত এবং লোকায়ত সংস্কৃতির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যাক্ তারাশঙ্করের অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে বনওয়ারীর মৃত্যুর আগে সে কোপাই নদীর গর্ভে গিয়ে কুঁড়ে বেঁধে শয্যা পেতেছিল এবং গোটা কাহারপাড়াকে ডেকে দু-চোখ ভরে দেখে সে শান্ত মনে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর ১৯৪৩ সালের সর্বগ্রাসী বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় কোপাইয়ের দুইকুল। কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না।

এইভাবে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে করালী ও বনওয়ারীর দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হল। উপন্যাসের শেষে কোপাইয়ের বানের জলে প্রাচীন কাহার পল্লী ভেসে গেল। নিঃশেষিত হল তাদের পুরাতন চিন্তা ভাবনা। তাদের মোড়ল বনওয়ারী মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছে। লেখক তারাশঙ্কর এই প্রবীণের চিরবিদায়কে যেন মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছেন না। তাই পাগল ও নসুবালার কণ্ঠে লেখক নিজের বেদনাহত অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনিয়েছেন।

"হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়,
যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশে হয় বাঁশি

বাঁশবাদির বাঁশগুলিরে তাইতো ভালবাসি
বেলতলায় বাবা ঠাকুর কাহার কুলের পিতা
বাঁশ বনেতে থাকত বাহন অজগরো চিতা
পরান ভ্রমরে সে থাকত আগুলি
তারে দাহন করে মারল করালী
বাঁশের বেড়া বাঁহেন্দর ঝাপি তাহারই ভিতর
কাহার কুলের পরাণ ভ্রমর বেঁধেছিল ঘর
বাঁশের ঘরের ঝাঁপি শেষে ভাঙল মিলিটারি
কাহারেরা হায়রে বিধি হল ভ্রমণকারী
ঘর ভোমরার মত তারা ঘুরিয়ে বেড়ায়
দুখের কথা বলব কারে হায়।
জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই
বিধাতা বুঢ়ার খেলা দেখে যারে ভাই।"

এই গানের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক এক হাহাকারের দৃশ্য বর্ণনা করে পাঠকদের কাঁদাতে চেয়েছেন। পাঠককুলের চরিত্রগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হতে প্রবৃত্ত করেছেন।

তারাশঙ্করের উপন্যাস অথবা গল্পের বেশীর ভাগ চরিত্র এবং পটভূমি হল মূলতঃ রাঢ় বাংলা। তিনি ঐ রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি, গ্রাম্য মানুষের নানা উৎসব অনুষ্ঠানের চিত্রকল্প রচনা করেছেন। লোকায়ত সংস্কৃতি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে গান, ছড়া, কবিগান, পাঁচালী ইত্যাদি বিভিন্ন ফর্মে তার রচনার মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন। যেমন ঃ 'গণদেবতা' উপন্যাসে চৈত্র মাসে ঘেঁটু পূজার আয়োজন উপলক্ষ্যে তারাশঙ্কর বর্ণনা করেছেন, —এই ঘন্টকর্ণ ছিল পিশাচ। ভক্ত ও পিশাচ ঘন্টাকর্ণের পূজা করে বাংলার আন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা। এরা গোটা মাস ধরে ঘেঁটুর গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। চাল ডাল সিধা মাগিয়া মাসান্তে গাজনের সময় উৎসব করে। এই পূজায় গায়ক বাদকেরা গায় ঃ —

"এক ঘেঁটু তার সাত বেটা
সাত বেটা তার সাতান্ত
এক বেটা তার মহান্ত
মহান্ত ভাই রে—
ফুল তুলতে যাই রে,
যত ফুল পাই রে,
আমার ঘেঁটুকে সাজাইরে।"

'শ্রমিক ও শ্রমিক চাষীদের গান বাজনার দল, পশ্চিমবাঙলার এই ধরনের দলকে বলে ছ্যাছড়ার দল। কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলে ধুয়া ধরিয়া গান গাহিতেছিল। মূল গানে ইট পাড়াইয়ের ঠিকাদার ওসমান মূল গানটা গাহিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশের বহু প্রাচীনকালের গান।' 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে এই গানের পদও রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক।

"কোন সজনী বলেরে বাই চরখার নাহিক হিয়া
চরখার দৌলতে আমার সাতটি বেটার বিঁয়া।
কোন সজনী বলেরে ভাই চরখার নাহিক পাঁতি
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতি।
কোন সজনী বলেরে ভাই চরখার নইক মোরা
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা ঘোড়া।"

লোকায়ত জীবনের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক দিকগুলিও এইসব পদগুলিতে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মানদণ্ডে এইগুলিকে বিচার কলে ভুল হবে। তিনি যে মানুষের মুখের ভাষা মনের কতাকে সাহিত্যের আসরে হাজির করেছেন এর জন্যই তিনি জীবনশিল্পী।

গীতিকার রূপে তারাশঙ্করকে আমরা স্বার্থকভাবে পাই তার 'কবি' উপন্যাসে। নিতাই কবিয়ালের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের কবি সত্বা এখানে যেন উজার করে দিয়েছেন। 'কবি' উপন্যাসের পাত্র পাত্রীরা প্রায় সকলেই লোকশিল্পী বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না। এরা স্বভাবশিল্পী। এরা সকলেই বিভিন্ন গ্রামীণ সমাজ থেকে উঠে এসেছেন।

'কবি' উপন্যাসের এক জায়গায় কাহিনীর নায়ক নিতাই রেলের পয়েন্টসম্যান এবং তার আশ্রয়দাতা বন্ধু রাজনকে বলছে।

"রাজন এইবার তুমিই বিবেচনা করে দেখ।"

রাজন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল কি?

জানালা দিয়া দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল, 'রত্নাকর যখন কবি হলেন, তারপর কি তিনি ডাকাতি করতেন, না মানুষ মারতেন?

রাজন বলিয়া উঠিল, আরে বাপরে.....বাপরে— এইসা কভি হো শকতা হ্যায় ওস্তাদ।

তাহলে?

কাল রাত্রির কথাটা একবার স্মরণ করে দেখ। চারদিকে তো রটে গেল কবিয়াল বলে।

আলবৎ। জরুর।

তবে আর কি আমার মস্তকে করে মোট বহন করা উচিৎ হবে? বাল্মিকী মুনির কথা ছেড়ে দাও। কার সঙ্গে কার তুলনা। ভগবানের অংশ। দেবতা ওরা। কিন্তু আমিও তো কবি না হয় ছোট।"

কবিয়াল নিতাইয়ের নিজের প্রতি এই যে অগাধ শ্রদ্ধা এবং তার রূপকল্প নির্মাণ তারাশঙ্করের আকৈশর কাব্যের প্রতি তথা কবিকুলের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। তাই নিতাই তার কবিয়াল স্বীকৃতির সাথে সাথে দাবী করেছে যে তার আর মোট বহন করা উচিৎ নয়। কাব্য সাধনাই তার সঠিক পথ।

'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাই জন্মসূত্রে ডাকাত লেঠেল বংশজাত হয়েও সে তার বাপ

দাদার ঘৃণ্য জীবিকার পথে না গিয়ে কবিয়াল হয়েছে। অবশ্য কবিয়াল হওয়ার পেছনে নারী এবং তার সাথে হৃদয় বিনিময় থেকেই উদঘাটিত হয়েছে। এ প্রেম অপার্থিব অনুভূতি মাত্র। শিল্প সৃষ্টির অনুপ্রেরণা।

কাহিনীর নায়ক নিতাই কবিয়াল প্রথম যৌবনে রেলের পয়েন্টস্‌ম্যান রাজনের শ্যালিকার প্রতি অনুরক্ত হয়। যাকে এরা ঠাকুরঝি সম্বোধন করত। সেই ঠাকুরঝি পাশের গ্রাম থেকে এ গ্রামে দুধ বেঁচতে আসতো। সে বিবাহিতা। কিন্তু সংগীতের প্রতি অনুরাগ থেকেই সে কবিয়াল নিতাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। নিতাই তখন সবে কবি গানের দলে দোহারের কাজ করছে।

নিতাই তখন থেকেই দূর দিগন্তে স্বর্ণবিন্দু শীর্ষ কাশফুলের সচল আগমনের প্রতিক্ষা করতো। অর্থাৎ মাথায় দুধের কলস নিয়ে ঠাকুর ঝি এ গ্রামে প্রবেশ করতো। রোজ একই নিয়মে। এ যেন কৃষ্ণ রাধার দর্শন প্রতিক্ষা!

ঠাকুরঝির প্রতি অনুরাগ থেকেই নিতাই কবিয়াল গানের পদ তৈরি করেছিল।

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ ক্যানে

কালো চুলে রাঙা কোসম হেরেছ কি নয়নে।"

নিতাই কবিয়ালের জীবনে এর পরবর্তী অধ্যায় নাটকীয়ভাবে তার ঝুমুর দলে যোগদান। হঠাৎ একদিন রাজনের উৎসাহে তাদের গ্রাম চত্বরে ঝুমুরের দল গান গাইতে এলো। উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করি যে রাজন'-ই ঐ ঝুমুর দলের থাকার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সহযোগিতা করে তাদের — এই গ্রাম অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দেয়।

সেই ঝুমুর দলের সাথেই নিতাই গ্রাম ছেড়েছিল বুজির তাগিদে। ঝুমুর দলের নেত্রীই তাকে অনুরোধ জানিয়ে লোক পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ক্রমেই নিতাই কবিয়াল ও বসন্ত দলের অন্যতম হয়ে দাঁড়াল। নিতাইয়ের কণ্ঠে গান। আর বসন্তের নাচ। এইভাবে ধীরে ধীরে দুজনের মনের কাছাকাছি হল। মাসী ও বসন্ত'র অনুরোধে উপরোধে নিতাই মদ খেতে শিখল। দুজন গাটছড়া বাঁধল। তখন থেকে নিতাই মদ খেয়ে আসর জমানোর জন্য চেষ্টা শুরু করল।

"ধর্ম কথায় যখন মন ওঠে না—বসে না তখন দিতে হয় গাল। ছুঁচের মত মিহি ধারে যখন কাজ হয় না তখন চালাতে হয় ফাল।

যখন ঠাণ্ডা জলে গলে না ডাল—

তখন কষে দিতে হয় তেঁতুল কাঠের জ্বাল।"

ওদিকের কবিয়ালটা রসিকতা করিয়া বলিয়া উঠিল— বলিহারি কালাচাঁদ, টিকের আগুন দিয়েছ লাগছে ; তেতেছ।

নিতাই বলিল— যেমন তেমন তাতা নয় বিন্দে, জ্বলছি! সেই জ্বালাতে তোকে বলছি— শোন্! সহজে তো তুই শুনবি না! দোহারগণ!

—হাঁ—হাঁ।

নিতাই শুরু করিল।

বুড়ী দূতী নেড়ী কুত্তি জুত্তি ছাড়া নয় সায়েস্তা

ছড়ির বাড়ির মারলে ভাবে একি আমার সুখ অবস্থা!

বুড়ীকে ছড়ি মেরে কিছু হয় নাই। এবার লাগাও জুতি— লাগাও পঁয়জার। তারপর পৌঢ় লোকটার মুখের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল— বুড়ীর কোঁচকা মুখে টেরীর বাহার দেখুন— তেলকের বাহার দেখুন—

এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে কোঁচকা মুখের রসকলি কাটিসনে। রসের ভিয়েন জানিসনেকো গেঁজলা তাড়ি ঘাঁটিস নে।

তারপর তার মুখের কাছে আঙুল নাড়িয়া বলিল— ফোকলা মুখে লম্বা জিভে ঝরা লালা চাটিস নে!

আসরে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আসর জমিয়া গিয়াছে। সে নিজেও সেই জমজমাটের মধ্যে হারাইয়া গিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। সে গান ধরিল—

বুড়ি মরে না মরণ নাই।

হায় — হায়।

গানের সঙ্গে সে নাচিতে লাগিল।

বুড়ি খানকী নেড়ী কুটনী মরে নাই, মরে নাই

ও হায়, তার মরণ নাই—মরণ নাই!"

এই রকম অজস্র অশ্লীল বিশ্লেষণ প্রয়োগে নেশাসক্ত নিতাই মধ্য রাতের আসর মাতিয়ে দিল।

ঝুমুর দলের বসন্তের সাথে গাটছড়া বাঁধার পর নিতাই কবিয়ালের খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। নিতাই কবিয়াল তখন বসন্তর উপরোধে মদ খেয়ে আসরে কবি গানের মধ্যেই খেউর ইত্যাদি করে শ্রোতা জমাতে শুরু করল। এই পর্যায়ে নিতাইকে আমরা আদর্শচ্যুত হতে দেখি। সে যাই হোক, তাদের দলের আয়বৃদ্ধি পেলো। দলের সকলে তখন তাদের দুজনকে বিশেষ খাতির করতে শুরু করল। এইভাবে উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ গভীর হল। কিন্তু উপন্যাসের অন্তিমে আমরা লক্ষ্য করি যে বসন্ত কঠিন বুকের অসুখে আক্রান্ত হল। নিতাই তখন তাকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করল। সে তার সাধ্য অনুযায়ী বসন্তের সেবা শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু বসন্ত বাঁচেনি। নিতাই কবিয়ালের কোলেই বসন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। এই করুণ বিদায় ব্যথায় কাতর নিতাই কবিয়াল গান বেধেছিল।

"এই খেদ মোর মনে

ভালবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে।

হায়! জীবন এত ছোট কেনে

এ ভুবনে?"

কবি উপন্যাসের ছোট বড় সব গানের পদগুলি পল্লী বাংলার ঝুমুর, কবিগান, টপ্পা, পাঁচালী ইত্যাদি লোকায়ত সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন। শুধু 'কবি' নয় তারাশঙ্করের প্রায় সমগ্র সাহিত্যে বাংলা লোকায়ত সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তারাশঙ্করের 'রসকলি' ছোটগল্পটি তার আর একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট ছোট গল্প। এই গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব সমাজের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। পুলিন তার স্ত্রী গোপিনী এবং মঞ্জরী এই গল্পের প্রধান তিনটি চরিত্র। এই গল্পে পুলিন ও গোপিনীকে বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। কিন্তু মঞ্জরী সত্যই রহস্যময়ী। মঞ্জরী চরিত্রটি লেখক ইচ্ছে করেই অস্পষ্ট রেখেছেন। তাকে খানিকটা বোঝা যায়। খানিকটা বোঝা যায় না। মঞ্জরী বৈষ্ণবী সাধিকা নাকি স্বৈরিনী স্বেচ্ছাচারী নারী— তা ঠিক বুঝে উঠতে পারা যায় না। চরিত্রটির রহস্যময়তা গল্পের শেষ পর্যন্ত বজায় থেকেছে। যাইহোক, সেই মঞ্জরী শেষ পর্য্যন্ত পুলিন ও গোপিনীর দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখতে দিয়েছে যে সে আবার ফিরে আসবে। এই বিদায় মুহূর্তে তারাশঙ্কর মঞ্জরীকে দিয়ে গাইয়েছেন।

"লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,
আমি গরবিনী।"

এই রকম অজস্র গান কিংবা গানের দুই চার লাইন তারাশঙ্কর তার গল্পে উপন্যাসে ছড়িয়ে রেখেছেন। তারাশঙ্কর সব মিলিয়ে পঞ্চাশের অধিক ছোট বড় গান লিখেছেন। কবিতা লেখায় তারাশঙ্কর তেমনভাবে প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে না পারলেও; সংগীত বিশেষ করে লোকসংগীত তার প্রায় সমস্ত রচনাতেই গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেচে। তার গান কখনও রাঢ় অঞ্চলের লৌকিক উৎসবকে কেন্দ্র করে, কখনো বা প্রেম প্রণয় অথবা প্রতিবাদের গান হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্কর গ্রামীণ সমাজের প্রতিনিধি। তিনি সেখান থেকে বাউল, ঝুমুর, টপ্পা, কীর্তন ইত্যাদির দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করে আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির বহু অচেনা দিকের সন্ধান দিয়েছেন। তার অনেক গানের ভাষা অথবা মর্মার্থ তেমন গুরুগম্ভীর না হলেও; তা উপন্যাস বা গল্পের প্লটের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে এক নিজস্ব সুরের ঐক্যতান সৃষ্টি করেছে। সেই মাটির গন্ধ মাখা গানের কথাগুলোর সাথে সংস্কৃতি যেন মিলে মিশে একাকার হয়েছে। তাই তারাশঙ্করের সাহিত্য কেবলমাত্র স্বকীয় সাহিত্য মূল্যেই নয়। লোকজীবনের সাংস্কৃতিক ইতিহাস হিসাবেও তার উপন্যাস এবং ছোট গল্পের চিরন্তন মূল্য অনস্বীকার্য্য।